লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি) রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

রোগের ইতিহাস

গরুর লাম্পি স্কিন ডিজিজের কারন হলো এলএসডি ভাইরাস। এলএসডি গরুর জন্য একটা ভয়ংকর ভাইরাস বাহীত চর্মরোগ যা খামারের ক্ষতির কারণ। লাম্পি স্কিন ডিজিজ বা এলএসডি নামক রোগ সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি স্কিন ডিজিজ যা গরুর হয়ে থাকে। এ রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না তবে এটি গরুর জন্য ক্ষতিকর এবং খামারের ক্ষতির কারণ। ১৯২৯ সালে জাম্বিয়ায় প্রথম অফিসিয়ালি শনাক্ত হওয়া এই রোগ ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের গড় মৃত্যুহার আফ্রিকাতে ৪০%।

রোগের কারণ ও কিভাবে ছড়ায়

মূলত এক প্রকার পক্স ভাইরাস বা এল এস ডি ভাইরাসের সংক্রমণে গবাদিপশুতে এই রোগ দেখা দেয় এবং এক গরু থেকে আরেক গরুতে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রধানত বর্ষার শেষে, শরতের শুরুতে অথবা বসন্তের
শুরুতে যে সময়ে মশা মাছি অধিক বংশবিস্তার সেই সময়ে প্রাণঘাতী এই রোগটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। লাম্পি স্কিন ডিজিজ এক গরু থেকে অন্য গরুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই রোগ এক গরু থেকে অন্য গরুতে ছড়িয়ে যাওয়ার প্রধান মাধ্যমগুলো হলো:

১. মশা ও মাছি: এই রোগের ভাইরাসের প্রধান বাহক মশা। মশা ছাড়াও অন্য কীট পতঙ্গের মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।
২. লালা: আক্রান্ত গরুর লালা খাবারের মাধ্যমে অথবা খামারে কাজ করা মানুষের কাপড়ের মাধ্যমে এক গরু থেকে অন্য গরুতে ছড়াতে পারে।
৩. সিরিঞ্জ: আক্রান্ত গরুতে ব্যবহার করা সিরিঞ্জ অন্য গরুতে ব্যবহার করলে এই রোগটি বাহিত হতে পারে।
৪.সিমেন: ভাইরাস আক্রান্ত ষাঁড়ের সিমেন এই রোগের অন্যতম বাহন, কারণ আক্রান্ত গরুর সিমেনেও এই ভাইরাস বিদ্যমান থাকে।
৫. রক্ষণাবেক্ষণকারী: খামারে কাজ করা মানুষের মাধ্যমেও এই রোগটি ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ

এলএসডি আক্রান্ত গরু লক্ষণ শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে:
১. আক্রান্ত গরু প্রথমে জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং খাবার রুচি কমে যায়।
২. জ্বরের সাথে সাথে মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে লালা বের হয়। পা ফুলে যায়। সামনের দু'পায়ের মাঝ স্থান পানি জমে যায়।
৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গা চামড়া পিন্ড আকৃতি ধারণ করে, লোম উঠে যায় এবং ক্ষত সৃষ্ট হয়। ধারাবাহিকভাবে এই ক্ষত শরীরের অন্যান্য জায়গা ছড়িয়ে পড়ে।
৪. ক্ষত মুখের মধ্যে, পায়ে এবং অন্যান্য জায়গা ছড়িয়ে পড়তে পারে।
৫. ক্ষত স্থান থেকে রক্তপাত হতে পারে। শরীরে কোথায় ফুলে যায় যা ফেটে টুকরা মাংসের মতো বের হয়ে ক্ষত হয়, পুঁজ কষানি বের হয়।
৬. পাকস্থলী অথবা মুখের ভেতরে সৃষ্ট ক্ষতের কারণে গরু পানি পানে অনীহা প্রকাশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ কমে যায়।

প্রতিকারে কৃষক সচেতনতা ও করণীয়

যেকোন রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিকার সব সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।
১. আক্রান্ত গরুকে নিয়মিত এলএসডি ভ্যাকসিন দেয়া। আমাদের দেশে ইতঃপূর্বে রোগটির প্রাদুর্ভাব কম দেখা গেছে তাই এই রোগের ভ্যাকসিন সহজলভ্য নয়।
২.খামারের ভেতরের এবং আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যেন মশা মাছির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৩. আক্রান্ত খামারে যাতায়াত বন্ধ করা এবং আক্রান্ত খামার থেকে আনা কোনো সামগ্রী ব্যবহার না করা।
৪. আক্রান্ত গরুকে শেড থেকে আলাদা স্থানে মশারি দিয়ে ঢেকে রাখা মশা মাছি কামড়াতে না পারে। কারণ আক্রান্ত গরুকে কামড়ানো মশা মাছি সুস্থ গরুকে কামড়ালে এই রোগের সংক্রমণ হতে পারে।
৫. আক্রান্ত গভীর দুধ বাছুরকে খেতে না দিয়ে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া।
৬. আক্রান্ত গরুর পরিচর্যা শেষে একই পোশাকে সুস্থ গরুর মধ্যে প্রবেশ না করা।
৭. আক্রান্ত গরুর খাবার বা ব্যবহার্য কোনো জিনিস সুস্থ গরুর কাছে না আনা।
৮. ক্ষতস্থান টিনচার আয়োডিন মিশ্রণ দিয়ে পরিষ্কার রাখা।

লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগের চিকিৎসা

যেহেতু ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয় কাজেই কোন এন্টিবায়োটিক এ রোগে কোন কাজ করে না, উপরন্তু এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে প্রাণি দুর্বল হয়ে পড়ে।

১. প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য: প্যারাসিটামল ট্যাবলেট- ২টি, খাবার সোডা – ২০ গ্রাম, নিমপাতা বাটা-২০ গ্রাম, গুড়-২৫ গ্রাম আধা লিটার পানিতে একত্রে মিশ্রিত করে সকাল বিকাল ১ পোয়া করে দিনে ২ বার ৭ দিন খাওয়াবেন।

২. অটোহেমোথেরাপি-আক্রান্ত গরুর শিরা হতে ১০ মিলি রক্ত নিয়ে ৩ দিন পরপর ৭ দিন মাংসে ইঞ্জেকশন দিবেন।

উদ্ভাবনে ও প্রচারেঃ
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
গংগাচড়া, রংপুর